দৈনিক বাংলা

061

তারিখ 24 FEB 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ভুলে ভর্তি বোর্ডের বই

দিলীপ দেবনাথ ।।

ভুলে ভরা বোর্ডের বই। এসব ভুল বানানে, বাক্য গঠনে, শব্দ প্রয়োগ ও চয়নে। তথ্য বিকৃতি ও ভুল তথ্য পরিবেশনের নজিরও টেক্সট বুক বোর্ডের বইয়ে কম নয়। বইগুলোর রচনার মানও নিম্নস্তরের।

বোর্ডের প্রাইমারী ক্লাসের বইগুলো ধরলেই এসব ভুল চোখে পড়বে। প্রাইমারী পর্যায়ের প্রস্থ সব বইয়ের রচয়িতা তিন থেকে পাঁচ জন। গড়ে তাদের প্রত্যেককে তিনটির বেশি রচনা লিখতে হয় নি। এছাড়াও এসব বইয়ের সম্পাদনা, পরিমার্জনা অথবা সংশোধিত সংস্করণ সম্পাদনার জন্যে রয়েছেন ডজনের ওপরে গুণী ব্যক্তি। এর পরও বছরের পর বছর ধরে ভুলে ভরা এই বইগুলো স্কুলে বিতরণ করা হচ্ছে।

৫-এর পৃঃ দ্রঃ

দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 FEB 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ভুলে ভর্তি বোর্ডের বই

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রাইমারী পর্যায়ের আমার বই বাংলা গদ্য ও পদ্যের বই। এই বইয়ের ভুলের কিছু নমুনা উল্লেখ করছি।

আমার বই তৃতীয় ভাগের প্রথম রচনা 'ছয় ঋতুর দেশ'। নামকরণ ছয় ঋতুর দেশ হলেও রচনাটির শুরু ষড় ঋতুর দেশ দিয়ে। এই রচনাতেই এক জায়গায় বলা হয়েছে (পৃঃ ৬) 'আষাঢ় শ্রাবণ দু মাস বর্ষা। আষাঢ় শ্রাবণ দু মাস বর্ষাকাল।' এর অর্থ কী? একই পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে 'ঘরের জানালায় বসে' বৃষ্টি দেখতে ভাল লাগে। কিন্তু জানালায় না বসলে? ৭ম পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে 'শীতের সকাল যেন লেপ দিয়ে ঢাকা'। এর অর্থও বোধগম্য নয়। 'শেষ হয়ে এল হেমন্ত' বাক্যটিও রচনাটির একটি দুর্বলতা।

শীতের সকালে নরম রোদে হেঁটে হেঁটে আমরা কোকিলকে গান ধরতে না বললেও বোর্ডের বইয়ে কিন্তু রয়েছে, কোকিলকে বলি, এস, গান ধর। কোকিল বলে ধৈর্য ধর, ফাল্গুন আসুক।'

ক্রিয়া পদে কাল ব্যবহারের ভুল প্রয়োগ রয়েছে শিল্পী জয়নুল আবেদীন রচনাটিতে। 'বাবা মা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।' অথবা 'তিনি ঢাকার কাছে সোনারগাঁয়ে গড়ে তুলেছেন লোকশিল্প যাদুঘর' সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটির অন্যান্য ক্রিয়াপদের কালের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। বাক্য দুটিতে পড়েন ও তোলেন ব্যবহার সঠিক।

ক্রিয়াপদের এ ধরনের ভুল ব্যবহার রয়েছে কক্সবাজারে এক দিন রচনায়। 'অতিথি ভবনে উঠেছিলাম এবং 'যতই সাগরের কাছাকাছি হচ্ছি ততই সাগরের গর্জন স্পষ্ট শুনতে পেলাম' বাক্য দুটির প্রথমটিতে হবে 'উঠলাম' ক্রিয়া পদ। দ্বিতীয় ভুল বাক্যটিতে ক্রিয়াপদ হবে হচ্ছির স্থলে 'হলাম'। (পৃঃ ৫২)।

আগুনের কথা রচনায় 'নতুন তথ্য, আদিযুগের মানুষ দেখল লোহার আঘাতে চকমকি পাথর থেকে আগুনের ফুলকি বেরোয়। তারা কি সে সময় লোহার ব্যবহার জানত? বোর্ডের কল্যাণে তাও সম্ভব হয়েছে।

শরীরের যত্ন রচনায় দুধ ও ডিমকে আদর্শ খাদ্য বলা হয়েছে। ডিম কবে আদর্শ খাদ্য হলো?

বড় কে? কবিতাটিতে কবির কোন নাম লেখা নেই। এটি ভুল না অজ্ঞতা?

এই বইয়েই একতা অর্থ লেখা হয়েছে মিলে মিশে থাকা, কমঠ মানে যে কাজে লেগে থাকে। এগুলো কি ঠিক?

মহানবীর শিক্ষায় 'কঠোর' শব্দটির বদলে স্বচ্ছন্দে কড়া ব্যবহার করা যেতো। মজার খেলা বউচির ছবিটিতেও ভুল রয়েছে! পক্ষে-বিপক্ষে খেলোয়াড় ৯ জন, ১১ জন হবে না। এর সংখ্যা সমান হবে।

আমার বই ৪র্থ ভাগে 'নতুন চাউলের পিঠা' (পৃঃ ৬) নাড়ী তো মড় মড় করছে (পৃঃ ৫২), 'খুব বড় কঠিন জিনিস' (পৃঃ ৫৩) লেখা হয়েছে। হওয়া উচিত চাউলের বদলে চাল, মড় মড়ের স্থলে মর মর। 'খুব বড় কঠিন জিনিস' বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা বোর্ডই জানে।

এই বইয়ে হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা গল্পে খোঁড়া ছেলেটির কথা নেই। ছুটির অবসরে গল্পটি সাধু ভাষায় লেখা, যদিও অন্যসব রচনা চলতি ভাষায়। লালন ফকিরের ছবি ভুল।

একটি ভুল বাক্য গঠনের নমুনা: ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যে গ্যাস পাওয়া গিয়েছে এই গ্যাস তিতাস গ্যাস বলে পরিচিত।

একটি ভুল তথ্য: মাটির নীচ থেকে যন্ত্রের সাহায্যে গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করা হয়। (গ্যাসের কথা)।

আমার বই ৫ম ভাগ বইটির ভুলের কিছু নমুনা।

জানালা খুলে একজনকে ডেকে বললেন, তিনি ভেতরে আটকা পড়েছেন (পৃঃ ১১)। বাক্যটির প্রথম অংশ প্রত্যক্ষ ও দ্বিতীয় অংশ পরোক্ষ উক্তি।

ডঃ শহীদুল্লাহ রচনায় শুধু স্থান পরিবর্তে লেখা হয়েছে যে তিনি ছিলেন ভাষাতত্ত্ব বিভাগের একজন ছাত্র। রচনায় রয়েছে, তিনি ছিলেন প্রথম ছাত্র। ছাত্ররা কোনটা শিখবে?

চির অমর মোস্তফা কামাল—লেখার দরকার কী। অমর অর্থই চিরজীবী। 'চির' বিশেষণ অহেতুক ও দুর্বল রচনার পরিচায়ক।

গ্রীষ্মের ছুটি রচনার একটি ভুল বাক্য—চাচা তাকে দেখতে নিয়ে গেলেন। হবে দেখাতে।

সোনারগাঁ রচনায় লেখা হয়েছে 'পাঁচ পীরের মাজার' 'পঁয়ত্রিশ আশি কিলোমিটার পরে'। আমরা পাঁচ বলি না বলি পাঁচ, বলি পাঁচ পীরের মাজার। পঁয়ত্রিশ আশি কিলোমিটার নয়, ৮০ মিটার। এগুলো ভুল শব্দ বাছাইয়ের নমুনা।

'জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য' রচনাটিতে সবার ওপরে স্থান পেয়েছে খাদ্য.... সর্বোপরি শিক্ষা। বোর্ডের মতে সবার ওপরে ও সর্বোপরি শব্দ দুটির অর্থ কি আলাদা?

ফলফুল এক জোড়া শব্দ। আমার বই অনুশীলনীতে এ বাক্যটি রয়েছে। হওয়া উচিত এক স্থলে একটি।

এমন ধরনের অজস্র ভুল নিয়েই চলছে বোর্ডের বই। এর ওপরে বাড়তি অত্যাচার যুক্তবর্ণের বানান পদ্ধতি। অফসেটে ছাপা এসব বইয়ে বানানের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তা অভিনব।

এসব বই দেখে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, বোর্ডে ডজন ডজন বিশেষজ্ঞরা করছেন টা কী? ছাত্রদের হাতে শুদ্ধ পাঠ্য বই তুলে দেয়া কি এতই অসম্ভব।